বিশ্ব শিক্ষক দিবস ও শিক্ষা ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত সংস্কার

অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ

সামগ্রিক জনস্বার্থে যেহেতু শিক্ষা হচ্ছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেহেতু শিক্ষাকে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হিসাবে স্বীকার করতে হবে। যেহেতু শিক্ষা অর্থনৈতিক উন্নয়নের অপরিহার্য উপাদান, সেহেতু শিক্ষা পরিকল্পনা সমগ্র অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অংশ। যেহেতু শিক্ষকেরা শিক্ষা দানের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় যেমন শিক্ষা উপকরণ ও শিক্ষা পদ্ধতি বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত, সেহেতু ঐ সব বিষয়াদি নির্বাচন নির্ধারণে তাদের ভূমিকা পালন হবে অপরিহার্য'', ''শিক্ষক সংগঠনসমূহের সঙ্গে মতৈক্য/ চুক্তির ভিত্তিতে শিক্ষকদের বেতন প্রদান করা হবে।'' বেতন কাঠামো শিক্ষকদের কোন অংশের মধ্যে এমন কোন অবিচার ও অসঙ্গতি সৃষ্টি করবে না যার পরিণামে শিক্ষকদের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়।'', ''কোন শিক্ষকের পেশাগত অসদাচরণ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হতে হবে সুনির্দিষ্ট। অভিযুক্ত শিক্ষকের যথোপযুক্ত আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে এবং মনোনীত প্রতিনিধি তার পক্ষে অবস্থান নিতে পারবে।''

এ সব সুপারিশসহ শিক্ষকদের অধিকার, করণীয় ও মর্যাদা সম্পর্কিত জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা ইউনেস্কোর ১৪৫টি সুপারিশমালা ১৯৬৬ সালের ৫ অক্টোবর প্যারিসে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্মেলনে জাতিসংঘের আরেকটি সংগঠন আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলও অনুমোদন করে। পরবর্তীতে দীর্ঘ আলোচনা পর্যালোচনার ধারাবাহিকতায় ১৯৯৪ সালে ইউনেস্কোর ২৬তম সাধারণ অধিবেশনে তৎকালীন মহাপরিচালক ফেডেরিকো মেয়রের প্রস্তাবক্রমে, ৫ অক্টোবরকে চিরস্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে ''বিশ্ব শিক্ষক দিবস'' পালনের সিদ্ধান্ত হয়। এ প্রেক্ষাপটে আজ বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ৬ কোটি শিক্ষক ''বিশ্ব শিক্ষক দিবস'' পালন করছেন। এ প্রেক্ষিতে ১৯৯৭ সালের ১৫ থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর প্যারিসে ইউনেস্কোর এক বিশেষ অধিবেশনে উচ্চতর শিক্ষা দানকারী শিক্ষকদের মর্যাদা সংক্রান্ত সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়। সিদ্ধান্ত হয় যে, ১৯৬৬ ও ১৯৯৭ সালে গৃহীত উভয় সুপারিশমালাই ''শিক্ষকদের মর্যাদা সনদ'' হিসাবে বিবেচিত হবে এবং বিশ্বব্যাপী সর্বস্তরের শিক্ষকগণ ঐ সনদের স্মারক দিবস হিসাবে ৫ অক্টোবর প্রতিবছর পালন করবেন। এ বছর এ দিবস পালনের উদ্দেশ্য হচ্ছে: ১. শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে : (ক) নিয়মিত পাঠক্রম উন্নয়ন : জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে দক্ষতা সৃষ্টিকারী সিলেবাস প্রণয়ন ও একাডেমিক যোগসূত্রতা রক্ষা এবং (খ) সিলেবাস ও কারিকুলামে তত্ত্বীয় অপেক্ষা ব্যবহারিক শিক্ষা ও বাস্তব প্রশিক্ষণের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রতিটি বিষয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাঙ্গনের বাইরে এ্যাসাইনমেন্ট অন্তর্ভুক্ত করে অর্জিত জ্ঞানের ওপর আবশ্যিক প্রতিবেদন পেশ।

২. শিক্ষকদের জন্য প্রি-সার্ভিস, ইন সার্ভিস ট্রেনিং, সেমিস্টার পদ্ধতি প্রবর্তন এবং পাঠ্যপুস্তক অনুবাদ।

৩. পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার প্রসঙ্গ : (ক) গ্রেডিং পদ্ধতির ক্ষেত্রে আমাদের দেশের উপযোগী সংস্কার সাধন। (খ) ব্যবহারিক পরীক্ষা মূল্যায়নে গ্রেডিং পদ্ধতি প্রবর্তন। (গ) প্রশ্নফল প্রণয়নের ধারা পরিবর্তন। (ঘ) প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও উত্তর পত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দান। (ঙ) সামগ্রিক মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু : শিক্ষা মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রচলিত পাঠদান পদ্ধতি যতদূর সম্ভব আকর্ষণীয় করে ছাত্রছাত্রীদের অর্জিত জ্ঞানের যথাযথ মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে এসএসসি ও এইচএসসি পর্যায়ে পাবলিক পরীক্ষার রেজাল্টের সঙ্গে বার্ষিক পরীক্ষার রেজাল্ট যোগ করে পরীক্ষা পদ্ধতির যুগোপযোগী সংস্কার সাধনে উদ্যোগ গ্রহণ। (চ) একটি জাতীয় পাবলিক পরীক্ষা ইনস্টিটিউট স্থাপন করে বিভিন্ন দেশের পরীক্ষার পদ্ধতির উপর নিয়মিত গবেষণা, নিরীক্ষা ও পর্যালোচনার ব্যবস্থা নিয়ে যুগোপযোগী, সমন্বিত আধুনিক মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা আবশ্যক। (ছ) প্রচলিত পাবলিক পরীক্ষা উপযোগীতা আমাদের বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে কতটুকু গ্রহনযোগ্যতা বিবেচনা ও যুগোপযোগী সংস্কার যথা বহিঃ ও অন্ত পরীক্ষার মধ্যে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে অবিলম্বে একটি জাতীয় টাস্কফোর্স গঠন এবং একটি জাতীয় পরীক্ষা নীতি প্রণয়ন আবশ্যক।

৪. শিক্ষকতায় মেধা আকর্ষণ : (ক) শিক্ষকতা পেশায় মেধাবীদের আকর্ষণ করার জন্য প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পৃথক জাতীয় বেতন স্কেল প্রবর্তনের বিষয় বিবেচনাযোগ্য। (খ) মেধা ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট এবং সকল প্রকার দুর্নীতিমুক্ত শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বেসরকারী শিক্ষকদের জন্য পৃথক পাবলিক সার্ভিস কমিশন গঠন সমীচীন।

৫. শিক্ষকদের জবাবদিহিতা : (ক) শিক্ষকদের আচরণবিধি প্রণয়নের লক্ষ্যে অবিলম্বে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে প্রধান করে প্রেস কাউন্সিলের অনুরূপ জাতীয় শিক্ষা কাউন্সিল গঠন আবশ্যক। (খ) কারা শিক্ষকদের প্রকৃত প্রতিনিধি তা যথাযথভাবে নিরূপণের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রকৃত প্রতিনিধিত্বশীল শিক্ষকদের নিয়ে জাতীয় শিক্ষক পরিষদ গঠন আবশ্যক।

৬. শিক্ষার ভিত্তিতে মানবসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ : (ক) শিক্ষা, অর্থ, পরিকল্পনা, শ্রম ও জনশক্তি, যুব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি গঠন করার প্রস্তাব করছি। জাতীয় শিক্ষা-কর্মচারী ফ্রন্ট বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন এবং বাংলাদেশ ফেডারেশন অব চেম্বার অব কমার্স এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এফবিসিসিআই) প্রতিনিধিদের এ কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। (খ) বিভিন্ন দেশে কর্মসংস্থান প্রাপ্তির সুবিধার্থে বিভিন্ন ভাষায় যথা ইংরেজী, ফরাসী, জাপানী, জার্মান, আরবী, চীনা প্রভৃতি ভাষায় দক্ষতা অর্জনের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিদেশী ভাষা শিক্ষা কর্মসূচী গ্রহণ এবং বিভাগীয় পর্যায়ে বাছাইকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বয়ে ভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করতে হবে। (গ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা বিকাশে ছাত্র শিক্ষক উভয়কে বিশেষ প্রণোদনা দিতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের মতো শিক্ষকদেরও বিশেষ কর্মসূচীর অধীনে কম্পিউটার ছাড়াও ন্যূনপক্ষে একটি ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। (ঘ) সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অধীনে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াকে মানবসম্পদ উন্নয়নে কাজে লাগাতে হবে।

৭. শিক্ষা সংস্কারের লক্ষ্য : (ক) বিশ্বায়নের যুগে বিশ্বমানের শিক্ষা অর্জন। (খ) স্বল্পতম সময়ে সাক্ষরতা অর্জন কর্মসূচী শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দান। (গ) উচ্চ শিক্ষাকে বিশেষ খাত হিসাবে মূল্যায়ন। উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে বাণিজ্যিকীকরণ রোধে ৩০টি নতুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। (ঘ) নিম্ন থেকে উচ্চে অগ্রাধিকার নির্ণয় : যেমন প্রাথমিকের পর মাধ্যমিক, মাধ্যমিকের পর উচ্চ মাধ্যমিক ও তারপর উচ্চ শিক্ষা।

৮. শিক্ষা সংস্কার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া : বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায়ে অভিভাবক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিত্বমূলক সম্পৃক্তির মাধ্যমে উল্লিখিত সংস্কার প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। মাননীয় শিক্ষা উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাতে বাস্তবায়ন পন্থা নিয়ে আলোচনায় জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্ট আগ্রহী।

পরিশেষে বাংলাদেশের শিক্ষার একটি বড় অন্তরায় হচ্ছে শিক্ষা সংস্কার বা শিক্ষার উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচীতে শিক্ষক বা শিক্ষক সংগঠনগুলোকে উপেক্ষা করা। উন্নয়ন সহযোগীদের পরামর্শ এবং শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন সব ব্যক্তির দ্বারাই এ দেশে প্যাকেজভিত্তিক বিভিন্ন কর্মসূচী নেয়া হয়। এর ফলে শুধু শিক্ষক-শিক্ষার্থীরাই বঞ্চিত হচ্ছে না, এর দ্বারা দেশও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ব্যাহত হচ্ছে মানব উন্নয়ন তথা জাতীয় অগ্রগতি। শিক্ষার ভিত্তিতেই যদি দেশের উন্নয়ন করতে হয়, শিক্ষা উন্নয়ন যদি দেশের উন্নয়ন হয় তাহলে শিক্ষকদের প্রাপ্য মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি শিক্ষার উন্নয়নে সমাজ ও রাষ্ট্রকে আজ এগিয়ে আসতে হবে। তা হলেই আগামী প্রজন্মের জন্য রচিত হবে একটি সোনার বাংলাদেশ।

[লেখক : শিক্ষাবিদ]

যুগান্তর
05 OCT 2007
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২